৭৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

রাজশাহী মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষার হাল-হকিকত

রাজশাহী অফিস ॥ সাত লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত রাজশাহী মহানগরীতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কম হওয়ায় ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সের হাজার হাজার শিশু লেখাপড়ার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। চালু স্কুলেও নানা সমস্যা বিরাজ করায় ভর্তি হওয়া বিপুলসংখ্যক শিশু প্রতি বৎসরই ঝরিয়া পড়িতেছে। এদিকে নূতন বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল স্থাপন চলতি বৎসর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এই মহানগরীতে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ৩৬ বর্গমাইল আয়তনের ৩০ ওয়ার্ডবিশিষ্ট রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারী ও রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৭ ও ১৫টি। ইহাছাড়া এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৭২টি। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা যথাক্রমে ৩ ও ১৯টি। সরকারী প্রাথমিক স্কুলে শিশুর সংখ্যা ৪৯ হাজার ২৫৭জন। আরও দশ হাজার শিশু বিভিন্ন স্কুলে খেলাপড়া করে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে, মহানগরীতে শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। ইহার সহিত যোগ হইতেছে প্রতি বৎসর ঝরিয়া পড়া শিশু। সব মিলিয়া অনুমান করা যাইতেছে, এই মহানগরীতে প্রায় ৫০ হাজার শিশু লেখাপড়া করিতেছে না।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে না। ১৯৭৩ সালের আগে তৎকালীন রাজশাহী পৌরসভা শহরের সবগুলি প্রাথমিক স্কুলই পরিচালনা করিত। ঐ বৎসর জুলাই মাস হইতে দেশের সব প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ করায় পৌরসভা কোন প্রাথমিক স্কুল আর পরিচালনা করিতেছে না। পৌরসভা আশির দশকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হইলেও এবং নিজেদের পরিচালনায় প্রাইমারী স্কুল স্থাপনে কোন বাধা না থাকিলেও কর্পোরেশন এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। সিটি কর্পোরেশনের ৮ ও ২৪ নং ওয়ার্ডে সরকারী অথবা বেসরকারী কোন প্রাথমিক স্কুল নাই। (১২শ পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষার হাল-হকিকত

(৩য় পৃঃ পর)

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারী প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ৩৬টির পাকা দ্বিতল অথবা ত্রিতল ভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। ছয়টি স্কুলের তিনতলা ভিত দিয়া একতলা পাকা ভবন নির্মাণ করিয়াছে এলজিইডি। ১০টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলও পাকা করা হইয়াছে। অন্যগুলি এখনও পাকা করা হয় নাই। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ স্কুল ভবন পাকা করার পর বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। ব্যবস্থা করিয়াছে পাইপ লাইনে পানি সরবরাহের। কিন্তু এলজিইডি যেসব পাকা স্কুল ভবন নির্মাণ করিতেছে সেগুলিতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইতেছে না। ফলে এইসব স্কুলে নানা সমস্যা থাকিয়া যাইতেছে।

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ও এলজিইডি পাকা স্কুল ভবন নির্মাণ করিয়া তাহাদের দায়িত্ব শেষ করিয়াছে। এই সব স্কুলে কোন আয়া নাই, সুইপার নাই। ক্লাস কক্ষগুলি শিশুরা নিজেরাই ঝাড় দেয়। পায়খানা-প্রস্রাবখানা পানির সাহায্যে পরিষ্কার করেন শিক্ষকেরা। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করিতে না পারায় চারটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের বিদ্যুতের লাইন কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কুলের বালব্ ক্রয়, ফ্যান মেরামত সবই করিতে হয় কন্টিজেন্সীর টাকায়; কিন্তু ইহার পরিমাণ মাত্র তিন হাজার টাকা। এই টাকায় এইগুলি ক্রয় অথবা মেরামত করা সম্ভব নয়। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক নির্মিত পাকা স্কুলগুলিতে আসবাবপত্র সরবরাহ করা হইলেও কয়েকটি স্কুলে আসবাবপত্র সংকট চলিতেছে। শিশুদের দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হইতেছে। কোন কোন স্কুলে শিশুরা বসার জন্য মাদুর ব্যবহার করিতেছে। স্কুলে শিশুদের নূতন পাঠ্যবই দেওয়া হয় কম। শতকরা ৩০ ভাগ দেওয়া হয় পুরাতন বই। ছিন্ন হইয়া যাওয়া পুরাতন বই শিশুরা পাঠ করিতে চাহে না।

রাজশাহী মহানগরীতে রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলি বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম করিয়া চলিলেও সরকারীকরণ হইতেছে না। মহানগরীতে কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল ছাড়া প্রতিটিতেই প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ জন শিক্ষক এই নীতি পালন করা হইতেছে না। ডাঁশমারী সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০০। শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৯ জন। নওদাপাড়া সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০০০। শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৭ জন। আবার অন্য চিত্রও দেখা যায় মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক স্কুলে। এই সব স্কুলে শিশুর সংখ্যা কম। কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বেশী।

মহানগরীতে আরও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জনসাধারণ আবেদন জানাইয়াছে।